ফৈজাবাদে circumstantial evidence এবং material proof থাকা সত্ত্বেও বিচারপতি মনোজ মুখার্জি গুমনামি বাবার বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দিতে পারেননি কেন ?

https://aapkiskodekhraheho.blogspot.com/2024/05/circumstantial-evidence-evidence-accept.html

পরিস্থিতিগত প্রমাণ (circumstantial evidence) হল পরোক্ষ প্রমাণ যা প্রাথমিকভাবে ইস্যুতে সত্যটিকে প্রমাণ করে না কিন্তু একটি যৌক্তিক অনুমান তৈরি করে যে ঘটনাটি বিদ্যমান। পরিস্থিতিগত প্রমাণের জন্য দাবিকে সমর্থন করার জন্য অতিরিক্ত যুক্তিসঙ্গত অনুমানের প্রয়োজন হয়।

পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে যে সাক্ষ্যের শৃঙ্খল গঠিত হয় তা সর্বদা প্রতিটি দিক থেকে সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। যার কারণে অন্য কোনো তত্ত্বের বা থিওরির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি চেইনের একটি লিঙ্কও অনুপস্থিত যাতে না থাকে (Faizabad to Sitapur)। কোন্ পরিস্থিতিতে conclusion অর্থাৎ উপসংহার টানা হবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করতে হবে এবং এই ধরনের circumstances নেচার দ্বারা সিদ্ধান্তমূলক মানে কনক্লুসিভ হতে হবে। মুখার্জি কমিশন চলাকালীন ফায়জাবাদ এর পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে, প্রমাণের শৃঙ্খলটি সর্বদা প্রতিটি দিক থেকে সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু গুমনামী বাবা/ ভগবানজির ক্ষেত্রে সেটা অসম্পূর্ণ ছিল। কারণ গুমনামী বাবার কোনো ফটো ভক্তরা কমিশন এ দেখাতে পারেননি। এখানেই বিচারপতি মনোজ মুখার্জি ক্লিনচিং এভিডেন্স এর প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন- "এটা অস্বীকার করা যায় না যে পূর্বে উল্লেখিত সাক্ষীর চোখের সংস্করণের (ocular version) সমর্থনে নির্ভরযোগ্য ডকুমেন্টারি প্রমাণ উপস্থাপন করা যেত যদি ভগবানজি/গুমনামি বাবার ছবি তোলা যেত যারা 1963 সাল থেকে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে তার সাথে মুখোমুখি যোগাযোগ করেছে বলে দাবি করেছেন আর এই কমিশনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল নেতাজির অনুমোদিত ছবির সঙ্গে তুলনা করার। ঠিক আছে, কিছু সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুসারে ভগবানজি/গুমনামি বাবা (নেতাজি) 16 সেপ্টেম্বর, 1985-এ ফৈজাবাদে মারা গিয়েছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য কোনও শক্ত প্রমাণের অভাবে, এর উত্তর দেওয়ার দরকার নেই।] JMCI রিপোর্ট' [It can not be denied that the reliable piece of documentary evidence in support of the ocular version of the witness referred to earlier could have

been furnished if photographs of Bhagawanji/Gumnami Baba were taken by those who claimed to have interected with him face to face on a number of occasions since 1963 and an opportunity given to this commission to compare the same with the admited photographs of Netaji.

In fine, absence of any clinching evidence to prove that Bhagwanji/Gumnami Baba was (Netaji) died in Faizabaad on September 16, 1985, as testified by some of the witness, need not be answered.]JMCI REPORT

] অর্থাৎ ফায়জাবাদ এর রামভবন এর circumstantial evidence এবং material proof একটি যৌক্তিক অনুমান তৈরি করেছিলো- যে ঘটনাটি বিদ্যমান। ঘটনাটি হলো এই যে নেতাজি বিমান দুর্ঘটনাতে মারা যাননি। কিন্তু নেতাজির মতো ব্যক্তিকে বিনা প্রমানে যদি ১৯৮৫ সালে গুপ্তরঘটে মৃত বলা হয় তবে, এই পরিস্থিতিগত প্রমাণের জন্য দাবিকে সমর্থন করার জন্য অতিরিক্ত যুক্তিসঙ্গত অনুমানের প্রয়োজন হযে।

এখানেই বিচারপতি clinching evidence এর অভাব বোধ করেছিলেন। পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে যে সাক্ষ্যের শৃঙ্খল গঠিত হয়েছিল সেটা ১৯৮৫ সালের পর সীতাপুর অধ্যায়ের সাথে জড়িত ছিল। তাই সাক্ষ্যের শৃঙ্খল সর্বদা প্রতিটি দিক থেকে সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। যার কারণে অন্য কোনো তত্ত্বের বা থিওরির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ১৯৮৫ সালের পর সীতাপুর অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল। যাকে বিদ্রুপ করে ভগবানজির ভক্তরা **'বাবা থিওরি'** বলে অবহেলায় উড়িয়ে দিয়েছিলো।

ভগবানজি/গুমনামি বাবার ছবি তোলা সম্ভব হয় নি যারা 1963 সাল থেকে বহুবার তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছেন বলে দাবি করেছেন যদিও Faizabad এর সন্ন্যাসী নিজেকে পর্দার আড়ালেই রেখেছিলেন। তাদের 'অকুলার সংস্করণ'-এর সমর্থনে বিশ্বাসযোগ্য ডকুমেন্টারি প্রমাণ সরবরাহ করা যেত যদি ভগবানজি/গুমনামির ছবি পাওয়া সম্ভব হত। এমত পরিস্থিতিতে মুখার্জি কমিশনে cw-৪১, আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল A.B.SINGH এর সাক্ষী এবং সীতাপুরের সন্ন্যাসীর কমিশনে জমাকৃত ছবি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার সুযোগ করে দিয়েছিলো- যা ভগবানজির ভক্তরা কমিশন এ জমা দিতে পারেননি।

এখন প্রশ্ন উঠবে সীতাপুরের সন্ন্যাসীর ছবির সাথে নেতাজির অনুমোদিত ছবির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল কিনা ? কর্নেল A.B.SINGH সীতাপুরের সন্ন্যাসীর ব্যাপারে কমিশনকে যা জানিয়েছিলেন সেটা বিচারপতি মুখার্জি তার রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যা বলেছিলেন সেখান থেকে কয়েকটি লাইন এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে তুলে ধরছি- “"Col. A B.Singh (Cw-41) who was formerly with INA and knew Netaji since his INA days, testified that on February 19, 1996 he went Sitapur and was seen Mouni Baba. According to him, he was impressed on Mouni Baba's appearance was similar to that of Netaji."

কর্নেল সিংহ যে মৌনীবাবার মুখোমুখি হয়ে নেতাজির সাথে তাঁর সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়েছিলেন, সেই মৌনীবাবা ওরফে সন্ত সম্রাটকে cw-35, বাবা ভান্ডারী নেতাজি দাবি করেছিলেন। কর্নেল সিং এর ocular version অনুযায়ী cw-20, রঘুরাজ সিং রাঠোর কমিশনে মৌনী বাবার ফটো অরিজিনাল ফিল্ম সহ জমা করেছিলেন ।

মুখার্জি কমিশনের-

Appendix II

List of Exihibits এ নিম্ম রেকর্ড গুলি মজুত রয়েছে -

20,20(a) to 20(e): Affidavit & Signature of Raghuraj Singh Rathore ।

Mat Exts.No. I,II & I (a)& 2(a) : Photos of Sant Samrat Yogi of Sitapur & negative of the above photographs.

61, 61(A) , 61(B) 61(C) 96,96/1: Affidavit and Signatures of Col. Amar Bahadur Singh.

ফায়জাবাদের ডকুমেন্টের সাথে কর্নেল সিং এর ocular version’র সমর্থনে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য কমিশনকে নেতাজির স্বীকৃত ফটোগুলির সাথে মৌনী বাবার ছবির তুলনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

কর্ণেল অমর বাহাদুর সিং INA এর দিনগুলোতে নেতাজীকে স্বচক্ষুতে দেখেছেন এবং জেনেছেন। ১৯৯৬ সালে তিনি সীতাপুর গিয়ে মৌনীবাবার দর্শন করেন এবং মৌনীবাবার appearance এর সাথে নেতাজীর সাদৃশ্য খুঁজে পান। কর্ণেল সিং মৌনী বাবার appearance দেখে impressed হয়েছিলেন, তেমনিভাবে মৌণী বাবার ফটো দেখার পর বিচারপতি মনোজ মুখার্জীও কি কর্ণেল সিং এর মত প্রভাবিত হয়েছিলেন?? অন্যথায় তিনি কেন unofficially মুজেহানা গিয়ে মৌনী বাবার সাথে দেখা করে প্রায় একঘন্টা বাংলা ভাষায় কথা বলেছিলেন ! এই ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শী ছিলেন বাবা ভান্ডারী। ."

কমিশনে গুমনামী বাবার ফটোর অভাবে সাক্ষীর ocular version বিচারপতি clinching evidence এর অভাবে বাতিল করেছিলেন। কিন্তু সন্ত সম্রাটের (মৌণীবাবা) ফটো clinching evidence হিসাবে ফৈজাবাদের রামভবনে বাক্সভর্তি ডকুমেন্টের সাথে fitting হচ্ছে কিনা সেটা পরীক্ষা করার সুযোগ সন্ত সম্রাটের উপস্থিতির মাধ্যমে মীমাংসা হয়ে যেতো। সেই clinching evidence হিসাবে সন্ত সম্রাটের ফটো কমিশনে জমা পড়েছিল। প্রশ্ন হলো গুমনামী বাবার ভক্তরা ১৯৮৫ (উনিশশো পঁচাশি) সালে থেমে গেলেন কেন ? ঘটনার সাপেক্ষে সততা যাচাই করার জন্য মৌনী বাবার ফটো নেতাজির সাথে মিল রয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে এক্সপার্টদের মতামত কি নেওয়া হয়েছিল ?

যে clinching evidence এর ঘাটতি ফায়জাবাদে ছিল সেটি সীতাপুর অধ্যায়ে পূর্ণ হওয়ার সূযোগ ছিল । সেই সুযোগ বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জী কেন গ্রহন করতে পারলেন না এটা গবেষকদের কাছে গবেষণার বিষয় কেন হলো না, সাধারণ মানুষকে সেটা ভাবিয়ে তুলেছে । কমিশন চলাকালীন কারা বিচারপতিকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন ?

[প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখছি যে - ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872 এর অধীনে আদালতে ডিজিটাল ফটোগ্রাফগুলি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। যাইহোক, প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য, ফটোগ্রাফকে প্রমাণীকরণ করতে হয়। ডিজিটাল ফটোগ্রাফের প্রমাণীকরণ বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে মেটাডেটা: ডিজিটাল ফটোগ্রাফের মেটাডেটাতে ছবি তোলার জন্য ব্যবহৃত তারিখ, সময়, অবস্থান এবং ডিভাইস সম্পর্কে তথ্য থাকে। এই তথ্য ফটোগ্রাফ প্রমাণীকরণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে । হ্যাশ মান হল একটি ফাইলের ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট যা সেই ফাইলের জন্য অনন্য। একটি ডিজিটাল ফটোগ্রাফের হ্যাশ মান গণনা করে, কেউ ফটোগ্রাফটি প্রমাণীকরণ করতে পারে। ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ একটি ডিজিটাল ফটোগ্রাফ পরীক্ষা করতে পারেন এবং এর

সত্যতা সম্পর্কে একটি মতামত প্রদান করতে পারেন। হেফাজতের শৃঙ্খল বলতে কালানুক্রমিক ডকুমেন্টেশন এবং ডিজিটাল ফটোগ্রাফের শারীরিক হেফাজতের রেকর্ড রাখাকে হেফাজতের শৃঙ্খল বোঝায়- যতক্ষণ না এটি আদালতে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ডিজিটাল ফটোগ্রাফের সত্যতা প্রমাণের ভার বর্তায় যে পক্ষ এটিকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে।]

মুখার্জী কমিশনের বিচার্য বিষয় গুলোর মধ্যে অন্তিম প্রশ্নটি ছিল নেতাজীর Whereaboutsঃ নেতাজী জীবিত থাকলে কোথায় এবং কিভাবে? বিপ্লবী লীলা রায়ের 'জয়শ্রী'র পক্ষে দেশের জনগনকে জানানো হল- "পুনরায় একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তাঁরই এই আকাশবৃত্তির রৌপ্যজয়ন্তীতে তিনি গৃহ বদল করলেন, যোগানুভূত। জীর্ণ দেউলটি ফেলে নতুন দেউলে প্রবেশ করলেন- তাই শবানুগমনে যাঁরা ছিলেন বলতে পারেন না তাঁরা কী দেখেছেন - শবদেহ না অন্যকিছু! একমাত্র রক্ষক সিভিল সার্জেন, তাঁরই তদারকিতে, নীরবে ঘটনাটি ঘটে গেল। শুধু একটি কথা দৃঢ় তার সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল- অপেক্ষা করো আবির্ভাবের, সেই সঙ্গে বিশ্বাস রাখো আমি তোমাদের পাশে সব সময়ে রয়েছি। Have FAITH, I am always with you । " [ঐ মহামানব আসে, পৃ-৩২১, ডিসেম্বর ২০০১]

কমিশন চলাকালীন- যখন একটি তদন্ত চলছে সেই সময় জয়শ্রী কেন তার এই যোগানুভুত (মনোভাব পোষণ) মতামত প্রকাশ করল?- কেন এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল- মহাকাল কায়াকল্প করে তাঁর জীর্ণ দেউলটি (শরীর) ত্যাগ করে নতুন শরীরে প্রবেশ করেছেন ?? তাহলে কমিশনের বিচার্য বিষয়ঃ নেতাজীর "Whereabouts" এর জবাবটা কী হবে?- সেটা কি কমিশন জানাবে নাকি জয়শ্রী?

১৯৮৫ সালে জয়শ্রী কেন জানালেন না যে নেতাজী তাঁর জীর্ণ দেউলটি পরিবর্তন করেছেন? ১৫ বছর পর কমিশন চলাকালীনই তারা কেন তাদের এই যোগানুভবের কথা পুস্তকে জানালেন ? এটি কি জয়শ্রীর চারনিকের যোগানুভুত বোধ নাকি কারোর (ডঃ মিশ্র'র) মুখের শোনা কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ?

সুতরাং জয়শ্রী গোষ্ঠী দেশবাসীকে কমিশন চলাকালীন জানিয়েদিলেন, নেতাজীর whereabouts কমিশন নয়, তারাই জানাবেন।

জয়শ্রীর এইরূপ ধারণার কারনটা তারা ২০০২ সালের মে মাসের বক্তব্যে "ঐ মহামানব আসে" পুস্তকের পৃ-৩২৯ পাতায় পরিস্কার ভাবে জানিয়েছেন-"মহাকাল যে ভাবে দর্শনলাভে সক্ষম- অথবা মহাপুরুষ মহাপুরুষে যে যোগানুভূত দর্শন মিলন সম্ভব - বাস্তবে যা ঘটেছে - তাকে অতিক্রম করে জাগতিক ঠিকানা-হদিশ-অপ্রাসঙ্গিক বলেই চারণের বোধ হয়।" চারণের এই 'বোধ হয়" কথার ভিত্তি ছিল শোনা কথা। **heresay এভিডেন্স। Hear-say Evidence that has not been personally seen or heard by the witness. Someone else has told the witness about the fact. It is the weakest form of evidence. Credibility is very less.**

কমিশনের রিপোর্ট সাবমিট করার আগেই জয়শ্রীর এই মনোভাব একটি বিরাট বড় Blunder ছিল। যাকে বলে "কান কথায় ফল হয় বিষময়।" চারণিককে মহাপুরুষের সাজে সজ্জিত করতে গিয়ে যত বিপত্তি।

একমাত্র রক্ষক যে সিভিল সার্জেনের তদারকিতে গুপ্তরঘাটে তথাকথিত দাহসংস্কার পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল,- সেই ব্যাক্তি কিন্তু তার মত পরিবর্তন করে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ঐ দেহ নেতাজীর ছিল না। তাঁর পরেই জয়শ্রীর টনক নড়ে। তাহলে কমিশন চলাকালীন জয়শ্রী গোষ্ঠীর পক্ষে নেতাজীর জাগতিক ঠিকানাকে হদিস করা অপ্রাসঙ্গিক বলাটা একটি চূড়ান্ত ব্লান্ডার (Blunder) ছিল। শোনা কথাকে "যুগানুভূত" দর্শন মিলনের থিউরি দিয়ে সীতাপুরের মৌনী বাবার সত্য থেকে জয়শ্রী গোষ্ঠী (ভগবানজীর ভক্ত করা) দূরে সরে গেল।

জয়শ্রী ২০০১ সালে যে কথাটি (১৯৮৫ সালের প্রসঙ্গে) বলেছিল -"শুধু একটি কথা দৃঢ় তার সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল- অপেক্ষা করো আবির্ভাবের!" তাহলে সীতাপুরে সন্ত সম্রাটের "আবির্ভাব" কে কেন উপেক্ষা করা হল ?

এই প্রসঙ্গে জয়শ্রীর আদি পর্বের মহাকালের বক্তব্য যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা চিন্তা করি তাহলে নেতাজীর জাগতিক ঠিকানাকে হদিস করা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হবে। নেতাজী আজও জীবিত আছেন- সেটাই মনে হবে। বর্তমান জয়শ্রী ১৯৭৩ সালের "আদিপর্বের" মহাকালের বক্তব্যের প্রতি যদি (HAVE FAITH) বিশ্বাস রাখত তবে, তারা ১৯৮৫ সালের ঘটনাকে মহাকালের জীর্ণদেউল পরিবতর্ন করার গল্প রটনা করতে পারতেন না এবং নেতাজীর

জাগতিক ঠিকানার (whereabouts) হদিস করাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করতেন না। ['ঐ মহামানব আসে' পুস্তকের ১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

সুতরাং বর্তমান জয়শ্রীর সাধনা সঠিকপথে চলেনি। তাই তারা শোনা কথাকে "যোগানুভূত দর্শন মিলন" দাবী করে এটা প্রমাণিত করেছে যে জয়শ্রী নেতাজীর গোপন পরিকল্পনা বা "পুনরাগমনায় চ" পর্বের সাথে যুক্ত ছিল না। ভরা কলসী নড়ে কম কিন্তু খালি কলসী নড়ে বেশি এই অবস্থা হয়েছে বর্তমান জয়শ্রীর। এই কথাটি এই জন্য বললাম - মহাকাল (আদিপর্বের) বলেছেন, **"ফিরে সে আসবে কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তার সম্পর্ক অশরীরীদের সঙ্গে। যারা নিজেকে দিতে তৈরী থাকবে তাদের সঙ্গেই তার সম্পর্ক থাকবে। "** [ঐ মহামানব আসেঃ "পুনরাগমনায় চ" পৃ-১১২-১১৩]

অর্থাৎ মহাকালের সম্পর্ক অশরীরীদের সাথে এবং যারা নিজেদের দিতে তৈরী থাকবে। অশরীরী বলতে সেই সব জীবিত ভূত যারা ইতিহাসের পাতায় মৃত!? সেই সব ভূতেরা কী তবে কায়ার সাথে ছায়া হয়ে আছেন ! সুতরাং ভূতেরাই পারবে তাদের সদ্দারকে (লিডারকে) সনাক্ত করতে। সন্ত সম্রাট যাকে মৌণীবাবা বলা হচ্ছে তাঁর নির্দেশে মুখার্জী কমিশনে একজন অশরীরী (১৯৩১ সালের) প্রবেশ করে তাঁর হাতের ছাপ (সাক্ষর করে) দিয়ে দেশ বাসীকে জানিয়েছিলেন-"নেতাজী ব্রহ্ম ঋষির ন্যায় নৈমিষারণ্যে সন্ত সম্রাটের নাম ধারন করে জীবন কাটাচ্ছেন। ..দেশ যদি নেতাজীকে চায় তবে সন্ত সম্রাট বাবা ভান্ডারীর (অশরীরীর) মাধ্যমে উপস্থিত হবেন। " অবশ্য দেশ যদি নেতাজীকে চায় তবেই সেই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে যেখানে বাবা ভান্ডারী অবস্থান করেছিলেন। সেই ঠিকানাটি ছিল সীতাপুরের আর্মি ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া। কমিশনের দলীলে উল্লেখ রয়েছে সেই ঠিকানা।[Baba Bhandari alias Shew Bhagwan . s/o Late Vishnu Bhagwan, Resident at Mahakal Bhairon Mandir, Chotiline , Gate No-392, Sitapur, U.P.]

সেই ঠিকানায় কেহই officially যোগাযোগ করেন নি। এতবড় গন্ড মূর্খ গবেষক এরা সুযোগ পেয়েও নেতাজীর জাগতিক ঠিকানাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে দিয়ে গবেষণার মোর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেশ বাসীকে বিভ্রান্ত করেছে। শৌলমারী পর্বে দেশবাসী নেতাজীকে চাইলেও কতৃপক্ষের চাওয়ার মধ্যে ফাঁক ছিল। এবার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার সাথে যেন পরোক্ষে পা মিলিয়ে চলেছে এই সব মেকী লেখক, গবেষক, ফিল্ম প্রস্তুতকারক এবং ইউ U টিউবারের দল । তাদের গল্পকে

সোসাইটিতে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রয়েছে ফেসবুকে নানা গ্রুপ। আমরা সীতাপুর কেন্টনমেন্ট এর ভিতরে ভৈরব মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলাম না কেন ? এর জবাব প্রজন্ম কিন্তু চাইবে - তৈরী থাকুন জানিয়ে রাখলাম। কমিশন চলাকালীন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমাদের মন মানসিকতার মধ্যে যে দারিদ্র্যভাব প্রকাশ পেয়েছিল সেটা দেখে নেতাজী ২০০৩ সালে মুজেহানা থেকে নাটকীয়ভাবে(আরেকটি দেহ ছাড়ার নাটক করে) চলে গেলেন। জয়শ্রী সেদিন যে ভূল করেছিল সেটা ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে থাকবে। আজ ভগবানজীর ভক্তরা প্রচার অভিযান চালাচ্ছে - ভগবানজীই ফিরে আসবেন, এবং এই প্রশ্ন নিজেরাই তুলছেন- তাহলে কি ভগবানজী/গুমনামী বাবা মারা যান নি!? এদের এই নাটক দেখে বলতে হচ্ছে - কমিশন চলাকালীন তোমরা যাকে সূক্ষ্ম দেহে "ঐ মহাসিন্ধুর ওপারে" পাঠিয়ে দিয়েছো- তার জন্য Black Box of History ছবি চারিদিকে তোমরাই প্রচার করেছিলে , তাকেই আবার তোমরা জীবিত বলছো !? - যদি তোমাদের সত্যিকারের অনুসূচনা হয় যে তোমরা কমিশন চলাকালীন ভূল পথে চলেছ এবং মহাকালের মুখে নিজেদের কথা বসিয়েছো- তবে তো মঙ্গল কিন্তু বাবা ভান্ডারীকে বাদ দিয়ে ভাইয়া তোমরা কতদূর এগোবে একবার চিন্তা করে দেখছ কী ? সব গবেষকরা মাকড়ের বোনা জালের মতো ফেঁসে গিয়েছ। সাধারণ মানুষ তোমাদের মতো মেকিদের চিহ্নিত করে ফেলেছে। দিন আগত ঐ। প্রকৃতির দরবারে তোমাদের সকলের বিচার নিশ্চয়ই হবে। আমরা হাঁক দিয়ে যাচ্ছি " বস্তিওয়ালাকে" জাগিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের লেখা পুস্তক এবং ফিল্ম যা কিছুই বাজারজাত করেছ সেগুলো সব বাতিল যোগ্য- একতরফা সব দেখিয়েছো। এগুলো গবেষণা নয়।

গুমনামী বাবার আস্তানায় যে দাঁত পাওয়া গিয়েছিল তাঁর DNA পরিষ্কার ইলেকট্রোফেরোগ্রাম এর রিপোর্ট নিয়ে একদল গবেষক ঘাম ঝরানো লড়াই করছেন এবং RTI করে সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। এরা আসলে কি প্রমান করতে চাইছেন সেটা পরিষ্কার নয়। বি.লাল. যেখানে স্পষ্ট করে তার সাক্ষীতে বলে দিয়েছেন question document এবং admitted document-এ একই ব্যক্তির handwriting রয়েছে, -এরপরও দাঁতের DNA negative না positive সেটা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ কেন ? যদি DNAই একমাত্র পন্থা হয়ে থাকে ফৈজাবাদের সন্ন্যাসী নেতাজী কিনা প্রমান করার জন্য - তবে মৌনী বাবার (সন্ত সম্রাটের) Finger Print এবং DNA পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে আপত্তি টা সেদিন কোথায় ছিল? মৌনী বাবার পরিচয় প্রকাশ্যে চলে এলে গুপ্তর ঘাটে

নেতাজীকে মারা যাবে না তাই !? গুপ্তরঘাট নেতাজীর সাজানো ছিল- ঘটনা নয়, রটনা ছিল। কমিশনের চেয়ারম্যানের এর সম্মুখে দুটি বিষয় ছিল-

১) গুপ্তর ঘাটে নেতাজী মৃত নাকি ? ২) সীতাপুরে অবস্থান করছেন ?

ফৈজাবাদের সাথে INA এর সিক্রেট সার্ভিস এর পবিত্র মোহনের নাম যেমন উঠে এসেছে তেমনি সীতাপুরে মৌণীবাবার সাথে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল অমর বাহাদুর সিং এর নাম ও সাক্ষী যুক্ত হয়েছে।

সুতরাং ফৈজাবাদ ও সীতাপুরকে এক সাথে দেখতে হবে। কর্নেল অমর বাহাদুর সিং আই.এন.এর দিনগুলোতে নেতাজীকে স্বচক্ষুতে দেখেছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে মুজেহানাতে ছুটে গিয়ে মৌণীবাবার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন এবং মৌনীবাবার appearance এর সাথে নেতাজীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে আবাক হয়েছিলেন, এই কথা তিনি কমিশনকে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিলেন। এখানেই প্রশ্ন উঠবে ১৯৮৫ সালে গুপ্তরঘাট রটনা নাকি ঘটনা ! গুমনামী বাবা নেতাজি কিনা- এখানেই বিচারপতি ক্লিনচিং এভিডেন্স এর প্রশ্ন তুলেছিলেন। এখান থেকে গবেষকদের গবেষণা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মেকীরা গুপ্তর ঘাট ও গুমনামী বাবার দাঁতের DNA নিয়ে গুপ্তর ঘাটের সাথে ফিটিং করতে ব্যস্ত যা আজও বর্তমান I কোনো এক নেতাজি গবেষক তিনি কিছু দিন পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে এসে প্রেস কনফারেন্স করে গুমনামী বাবার ডিএনএ পরীক্ষার ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম নিয়ে যুক্তি তর্ক দেখিয়ে গিয়েছিলেন- কিন্তু মৌনী বাবার প্রসঙ্গে তিনি নীরব থেকেছেন।

জয়শ্রী গোষ্ঠীর গবেষকরা কমিশনের কার্য চলাকালীন "ঐ মহামানব আসে পুস্তকের ৩২১ পাতায় বিনা প্রমানে লিখেদিলেন- তাদের মহাকাল (গুমনামিবাবা/ভগবানজী) ১৯৮৫ সালে জীর্ণ দেউলটি ফেলে নতুন দেউলে প্রবেশ করেছিলেন। তাহলে ভগবানজীতে যারা বিশ্বাসী তারাই গুপ্তরঘাটকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গুমনামী বাবার দাঁতের ইলেকট্রোফেরোগ্রাম নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করছেন !? ১৯৮৫ সালের পর তারা এগোবেন না, নেহেরুর মত রটনাকে ঘটনার রূপ দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন I ১৯৮৫ সালের পর মেকিদের গবেষনা থেমে যায়, এই থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা জয়শ্রীর পক্ষে ডিসেম্বর ২০০১ সালে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানেই জয়শ্রী থেমে থাকেনি, এরা মে'২০০২ সালে ম্যাগাজিনে/পুস্তকে জানিয়েছিলেন - " বাস্তবে যা ঘটেছে (১৯৮৫সালে) –তাকে

অতিক্রম করে (মহাকালের)জাগতিক ঠিকানা হদিশ-অপ্রাসঙ্গিক বলে চারনের **বোধ** হয় "(পৃ-৩২৯); এখানেই প্রমান হয়- কমিশনের চেয়ারম্যান এর কাজে এরা পরোক্ষে হস্তক্ষেপ করে' গুপ্তরঘাটকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বিচারপতি স্পাইডার দের জাল বিছানো পাতা ফাঁদে পা দেন নি। তিনি clinching evidence এর অভাবে ভগবানজীর ভক্তদের সাক্ষী বাতিল করে দেন। এতে তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কমিশনের বিচার্য বিষয় নিয়ে বিচারপতি অম্লানকে যা যা বলেছিলেন, সেটা ক্যামেরা বন্দি করা হয় (বিচারপতর সম্মতিতে) কিন্তু বন্ধ ক্যামেরায় বিচারপতি অম্লান কে ব্যক্তিগত ভাবে বলেছিলেন -তার একশো শতাংশ বিশ্বাস ফৈজাবাদের সন্ন্যাসীই নেতাজী। কিন্তু বিচারপতি এটা কখনোই বলেননি ঐ সন্ন্যাসী ১৯৮৫ সালে গুপ্তর ঘাটে সূক্ষ্ম শরীরে চলে গেছেন। বিচারপতির মনে যে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল- তার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল বি.লালের রিপোর্ট। অম্লান কুসুম ঘোষ তড়িঘরি "Black Box Of History" নাম দিয়ে একটি Documentary Film বানিয়ে দেশময় এটা প্রচার করলেন - বিচারপতি যে সন্ন্যাসীকে নেতাজী বলেছেন তিনি গুমনামীবাবা/ভগবানজী এবং অম্লান অপ্রতক্ষ ভাবে এটা বুঝাতে চাইলেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৮৫ সালে গুপ্তর ঘাটে সূক্ষ্ম শরীরে মহাসিন্ধুর ওপারে চলে গিয়েছেন, সেথায় জরা জীর্ণ কিছু নেই। এইভাবে বিচারপতির ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে গুপ্তরঘাটের সাথে যুক্ত করে জয়শ্রীর "ঐ মহামানব আসে পুস্তকের" ৩২১,৩২৯ পাতায় সীল মোহর লাগানোর কাজটি সম্পাদন করেছিলেন ফিল্ম প্রস্তুতকারক অম্লান কুসুম ঘোষ। বিচারপতির বিশ্বাসের ঘরে এরা ডাকাতি করেছে। ডাকাত যারা তারা কোনো কিছুর বিনিময়ে নেতাজীর মতো ব্যক্তিকে বিনা প্রমানে মারতে পারে, এবং ঐ মহাসিন্ধুর ওপারে ও পাঠাতে পারে ব্ল্যাক বাক্স অফ হিস্ট্রি সিনেমার মাধ্যমে। অতি ভক্তি চোরের লক্ষন। এইসব মেকীরা নেতাজীকে নিয়ে সিনেমা তৈরি করে কেবল লীলা রায় কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যারা বাস্তববাদী এরা কোনো জিনিসকে একবাক্যে বর্জন করার আগে গ্রহন করে পরীক্ষা করে সততা যাচাই করে দেখবেন। যারা বলছেন ১৯৮৫ সালের পর কোনো তথ্য নেই এগোবে না, এরা না'তো বাস্তববাদী, না-ই গবেষক; এই দুটোর মধ্যে একটিতেও এরা নেই অথচ বিজ্ঞজনের মতো নেতাজীকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। এই সত্য ঘটনাগুলো সাধারণ নেতাজী প্রেমীরা যেদিনজ জানতে পারবেন, সেদিন এই মেকীদের অবস্থা কি হবে ??- আশাকরি মেকিদের এই বিষয়ে ভাববার সময় এসেছে। জনগনকে জাগিয়ে তোলার জন্য সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। গবেষকরা থিওরি ও গল্প কথা শুনিয়ে সাধারণ মানুষদের পেঁচিয়ে রেখেছে। যাতে জনগনের ফোকাস একমাত্র

গুমনামীবাবা/ভগবানজী ছাড়া অন্য কিছু না হয় । তাই নতুন করে গুমনামী বাবার দাঁতের DNA নিয়ে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যাতে তারা গুপ্তর ঘাটের দিকেই একমাত্র ফোকাস রাখেন! এই সব মেকীদের চাহিদা সোস্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গন্যমান্য ব্যক্তিরাও ওদের জিহ্বার লালা চর্বন করছেন।

ফৈজাবাদে circumstantial evidence এবং material proof থাকা সত্বেও বিচারপতি মনোজ মুখার্জি গুমনামি বাবার বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দিতে পারেননি কেন ? এই circumstantial এভিডেন্স এর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই তত্ব জানা যাচ্ছে -

22 বছরের পুরনো খুনের মামলায় এক ব্যক্তিকে খালাস করে দেওয়া হয়েছে । এবং যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে circumstantial evidence এর ক্ষেত্রে যে সাক্ষ্যের শৃঙ্খল গঠিত হয়েছিল তা সর্বদা প্রতিটি দিক থেকে সম্পূর্ণ হওয়া উচিত যাতে অন্য কোনো তত্বের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। এই হত্যা মামলায় গৃহীত সাক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে উদ্দেশ্য, সর্বশেষ দেখা, হামলার অস্ত্র উদ্ধার। দুটি লিঙ্ক - উদ্দেশ্য এবং শেষ দেখা হাইকোর্টে প্রমাণিত হয়েছিল কিন্তু তৃতীয়টি - অস্ত্র উদ্ধার invalid বা অপ্রমাণিত ছিল, তবুও হাইকোর্ট হত্যার জন্য আপিলকারীকে সাজা দেয়। সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত ভুল বলে জানা যায়। এমনকি যদি একটি লিঙ্ক অনুপস্থিত থাকে: সুপ্রিম কোর্ট দোষী সাব্যস্ত কারীকে আপিলের অনুমতি দেয়। কোন্ পরিস্থিতিতে অপরাধের উপসংহার টানা হবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করতে হবে। এবং এই ধরনের circumstances, nature দ্বারা চূড়ান্ত হওয়া উচিত।" এমনকি যদি একটি লিঙ্ক অনুপস্থিত থাকে: সুপ্রিম কোর্ট দোষী সাব্যস্ত কারীকে, আপিলের অনুমতি দেয়। কোন পরিস্থিতিতে অপরাধের উপসংহার টানা হবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করতে হবে। এবং এই ধরনের circumstances, nature দ্বারা চূড়ান্ত হওয়া উচিত।"

সুতরাং ফায়জাবাদের সন্ন্যাসীকে গুপ্তার ঘটে মেরে দিতে যদি রাম ভবনের material প্রুফ কে circumstances, nature দ্বারা চূড়ান্ত করতে চেষ্টা করা হয় তবে clinching evidence এর প্রশ্ন আসবে কারণ, -Faizabad এর পরিস্থিতিগত প্রমাণ পরোক্ষ প্রমাণ যা প্রাথমিকভাবে ইস্যুতে সত্যকে প্রমাণ করে না কিন্তু একটি যৌক্তিক অনুমানের জন্ম দেয় যে নেতাজি ১৯৪৫ সালে মারা যাননি । ফৈজাবাদের পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে, প্রমাণের শৃঙ্খলটি প্রতিটি ক্ষেত্রে Faizabad থেকে সীতাপুর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হওয়া উচিত । কারণ ফায়জাবাদ

এর পরিস্থিতিগত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণের প্রবাহ 1985 সালে থেমে থাকেনি এর সাক্ষীর শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতা সীতাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অতএব, ফৈজাবাদের পরিস্থিতিগত প্রমাণের শৃঙ্খল সম্পূর্ণ করার জন্য সীতাপুর গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গায় এখনো গবেষকদের গবেষণা কেন পৌঁছলো না এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে তাদের গবেষণা কিসের বিনিময়ে ১৯৮৫ সালে এসে মুখ থুবড়ে পড়লো !? মৌনী বাবার প্রসঙ্গটিকে পাস কাটিয়ে প্রকৃতই কি নেতাজি কে নিয়ে গবেষণা হয়েছে ? গবেষকরাও কিন্তু প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। দিন ঐ আগত !

জনচেতনাই সত্যিকারের বিপ্লব। রাম নারায়ণ রাম।

/- আমরা রাখাল সন্তানগণ ©